নির্বাচনী ইশতেহার

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৮

পরিবর্তনের ধারা সংহত করা ও এগিয়ে নেয়াই আমাদের লক্ষ্য

bdnews24.com

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ

প্রিয় দেশবাসী,

সংগ্রামী সালাম ও শুভেচ্ছা জানবেন। সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অত্যাবশ্যক অংশ হিসাবে আগামী ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঐতিহাসিক গণরায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দল/মহাজোট সরকার গঠিত হবার পর থেকেই নির্বাচনে প্রত্যাখ্যাত বিএনপি-জামাত জোট সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক সংসদীয় রাজনীতির পথ পরিহার করে অস্বাভাবিক রাজনীতির পথ গ্রহণ করে। তারা ১৪ দল/মহাজোট সরকার গঠন মেনে না নিয়ে প্রথম দিন থেকেই সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র-চক্রান্তের পথে চলতে থাকে। বিশেষ করে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ১৪ দল/মহাজোট সরকার সংবিধানের নির্দেশ ও আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ আইন ১৯৭৩ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে দেয়। ট্রাইব্যুনালে ১৯৭১ সালে সমগ্র জাতির উপর পরিচালিত ইতিহাসের বর্বরতম জঘন্যতম যুদ্ধাপরাধ, গণহত্যা, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, গণনির্যাতনসহ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের বিচার কার্যক্রম শুরু হলে বিএনপি-জামাত জোট উন্মাদ ও মরিয়া হয়ে উঠে। বিএনপি-জামাত ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত শুধু সরকার না, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করে লাগাতার সহিংসতা-নাশকতা-অন্তর্ঘাত চালাতে থাকে।

২০১৩ সালের শেষে সাংবিধানিক আবশ্যকতা অনুযায়ী ১০তম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সমাগত হয়। দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের আলোকে সংবিধানে ১৫দশ সংশোধনী যুক্ত হবার পর নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার বিধান রহিত হবার বিষয়টি বিএনপি-জামাত জোট জেনে বুঝে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি উত্থাপন করে রাজনীতির মাঠে উত্তেজনা ছড়ানোর অপচেষ্টা চালায়। এ পরিস্থিতিতে তৎকালীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে খোলা মনে তৎকালীন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রীকে টেলিফোন করে সংলাপ আহ্বান জানান এবং সংবিধানের মধ্যে থেকেই সংসদে প্রতিনিধিত্বশীল সকল দলের প্রতিনিধি নিয়ে নির্বাচনকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। এমনকি তিনি বিএনপি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নেয়ার প্রস্তাবও দেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই মহানুভবতা, এই সর্বোচ্চ ছাড় দেয়ার প্রস্তাব অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক ও অভদ্রোচিত কায়দায় প্রত্যাখ্যান করা হয়। তখন দেশবাসীর সামনে দিনের আলোর মত পরিস্কার হয়ে যায়, বিএনপি-জামাত জোটের আসল এজেন্ডা নির্বাচন না। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির আড়ালে জলঘোলা করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি তৈরি করে দেশকে সংবিধানের বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়ে অস্বাভাবিক অসাংবিধানিক সরকারকে ক্ষমতায় আনাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। তারা ভেবেছিল অসাংবিধানিক সরকার ক্ষমতায় আসলে যুদ্ধাপরাধের বিচার বন্ধ হবে, বেগম খালেদা জিয়া ও তার পুত্রদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি মামলা, ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা ও হত্যা মামলার বিচার কাজ বন্ধ হবে। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক আবশ্যকতা অনুযায়ী ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করে নির্বাচনের তফশীল ঘোষণা করলে বিএনপি-জামাত জোট নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়ে নির্বাচন পন্ড ও বানচাল করতে নজিরবিহীন সহিংসতা-নাশকতা-অন্তর্ঘাত শুরু করে। নির্বাচন কমিশন যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর থাকে। বিএনপি-জামাতের নির্বাচন বর্জন, জ্বালাও-পোড়াও-হত্যা-খুন-হামলা-সহিংসতা-নাশকতা-অন্তর্ঘাতের কারনে নির্বাচন কিছুটা প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন হলেও ৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হয় এবং নতুন সংসদ ও সরকার গঠিত হয়। নির্বাচন পন্ড করতে ব্যর্থ হয়ে এবং জনগণের প্রত্যাখ্যানের মুখে বিএনপি-জামাত কিছুটা পিছু হটে। দম নিয়ে আবার ২০১৫ সালে ৫ জানুয়ারিকে সামনে রেখে বেগম জিয়া তার রাজনৈতিক কার্যালয় ও তারেক রহমান লন্ডনে কমান্ড ষ্টেশন বানিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। টানা ৯৩ দিন আগুন যুদ্ধ

bdnews24.com

চালায়, দেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরির অপপ্রয়াস পায়। সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক অবস্থান ও জনগণের প্রত্যাখ্যান-প্রতিরোধে তাদের সন্ত্রাসবাদী রাজনীতি পরাজিত হয়।

২০০৯ সাল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার দেশের রাজনীতিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সংবিধান থেকে মুক্তিযুদ্ধ ও গণতন্ত্র বিরোধী জঞ্জাল পরিস্কার করা, সংবিধানে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পুন:সংযোজন করা, রাষ্ট্রকে মুক্তিযুদ্ধ তথা বাংলাদেশের পথে পরিচালিত করার ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ধারা এবং দেশের অর্থনীতিকে স্বাবলম্বী এবং জনগণের চাহিদা, সামাজিক চাহিদা অনুযায়ী গণমুখী ও কল্যাণমূখী ধারায় পরিচালনা করার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করে। ২০১৪ সালের নির্বাচনের পরও শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দল/মহাজোট সরকার সেই ধারাতেই দেশকে এগিয়ে নিতে থাকেন। ফলে রাষ্ট্রীয়-সামাজিক জীবন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোতে উদ্ভাসিত হতে থাকে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে দারিদ্র, হাহাকার, গরিবী হ্রাস পায়, মানুষের আয় ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, মানুষের জীবন যাপন মান উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রম শাসন-প্রশাসনে জনগণের কাছে স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা আনে, জনগণকে তথ্যের বলে বলিয়ান করে। দেশ যখন শান্তি ও উন্নয়নের পথে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে তখন বিএনপি-জামাত জোটের সাথে ভদ্রলোকী মূখোশের আড়ালে লুকিয়ে থাকা বর্ণচোরা নীতিহীন কুচক্রী মহল ড. কামালের নেতৃত্বে যুক্ত হয়। তাদের মূল উদ্দেশ্য জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ও ঘৃণিত বিএনপি-জামাতকে রাজনীতির মাঠে পুনর্বাসন করা। এরা জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দল নামে রাজনীতির মাঠে নামে। এরা নানা উছিলা তৈরি করে নির্বাচন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরির অপচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও তাদের চলনবলন দেখে প্রতিয়মান হচ্ছে যে, তারা নির্বাচন বানচালের উছিলা তৈরি করছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে তারা নির্বাচন বন্ধ ও বানচালের গোপন এজেন্ডাতেই আছে। তারা তাদের অস্বাভাবিক রাজনীতির পথ পরিহার করেনি এবং জামাত-যুদ্ধাপরাধী-জঙ্গিবাদের সাথে রাজনৈতিক পার্টনারশিপও ত্যাগ করেনি, শোধরায়নি এবং তওবাও করেনি। এ অবস্থাতে দেশপ্রেমিক জনগণ এবং দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির প্রধান জাতীয় কর্তব্য:

১. সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত-উস্কানী মোকাবেলা করে ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, সকল ভোটারের ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোট প্রদান করা।
২. শান্তি-উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে দেশ বিরোধী-শান্তি বিরোধী উন্নয়ন বিরোধী শক্তিকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন ১৪ দল ও মহাজোটের প্রার্থীদের পক্ষে মূল্যবান ভোটাধিকার প্রয়োগ করা।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ মনে করে, বিএনপি-জামাত জোটের রাজনৈতিক নীতিগত অবস্থানই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চেতনা বিরোধী। বিএনপি-জামাত জোট নগ্নভাবেই 'উদার ও মুক্ত গণতন্ত্র'-এর সার্বজনীন ধারণা ও চেতনা বিরোধী শক্তি। তাই বিএনপি-জামাত জোট দেশ ও জনগণের জন্য একটি বিপদ। এ বিবেচনা থেকেই ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই যে দুঃশাসন-দলবাজী-ক্ষমতাবাজী-লুণ্ঠন-দুর্নীতি-জঙ্গীবাদী রাজত্ব কায়েম করেছিল জাসদ তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেয়। জাসদের প্রচেষ্টার ফলেই অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে ১৪ দলীয় জোট এবং পরবর্তীতে বিএনপি-জামাতের দুঃশাসন ও জঙ্গীবাদ বিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দল নিয়ে মহাজোট গঠিত হয়। জাসদ সেই বৃহত্তর ঐক্যের ধারায়ই ১৪ দল ও মহাজোটের শরীক হিসাবেই ৯ম ও ১০ম জাতীয়

bdnews24.com

সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে এবং সেই ধারাবাহিকতায় আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ মনোনীত প্রার্থীরা ৩টি নির্বাচনী এলাকায় ১৪ দল ও মহাজোটের অভিন্ন প্রার্থী হিসাবে নৌকা প্রতীক নিয়ে এবং জোট নেত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদন নিয়েই ৪ টি আসনে মশাল প্রতীক ও ১ টি আসনে সিংহ প্রতীক নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, বাকী ২৯২ টি আসনে ১৪ দল ও মহাজোট মনোনীত অভিন্ন প্রার্থীদের পক্ষে সক্রিয় সমর্থন প্রদান করেছে ও ভূমিকা রাখছে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ মনোনীত প্রার্থীরা জনগণের ভোটে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে, সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে, সরকারে অংশগ্রহণ করলে, সরকার ও সংসদে বিগত দিনের ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সাল থেকে রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছে তা সংহত করা এবং এগিয়ে নেয়ার জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

নির্বাচনী ইশতেহার
পরিবর্তনের ধারা সংহত করা ও এগিয়ে নেয়াই আমাদের লক্ষ্য

- **সরকার পরিচালনায় ভারসাম্য, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে জনআকাংখার প্রতিফলন ঘটানো**
  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে সরকারের ভিতরে শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-নারীর পক্ষে ভারসাম্য সৃষ্টি, সরকারের নীতি নির্ধারণে জনআকাংখার প্রতিফলন ঘটানো, বিশেষ করে শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষক-কৃষি শ্রমিক-শ্রমজীবী–কর্মজীবী-পেশাজীবী-মেহনতি মানুষ-কৃষি ও শিল্পে দেশীয় উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী-নারী-ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু, আদিবাসী সহ সমাজের শোষিত বঞ্চিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা, সরকারকে জনগণের প্রতি সংবেদনশীল ও গণমুখী রাখার জন্য সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালাবে।

- **রাষ্ট্রীয় মূল নীতি অনুসরণ**
  সরকার পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তথা ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধৃত মূল রাষ্ট্রীয় চার নীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ অনুসরণ করা, তথাকথিত মুক্ত বাজারের হাতে দেশ ও জনগণের ভাগ্য ছেড়ে না দিয়ে জাতীয় স্বার্থ ও জনগণের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে 'পরিকল্পিত জাতীয় অর্থনীতি' এবং 'সামাজিক অর্থনীতি' অনুসরণ করবে এবং মৌলিক মানবাধিকার বিরোধী সকল কালাকানুন বাতিল করার জন্য ভূমিকা রাখবে।

- **মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা**
  মুক্তিযুদ্ধের মীমাংসিত বিষয়কে অমীমাংসিত না করা ও ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত ও অস্বীকার না করা, মুক্তিযুদ্ধে যার যা অবদান তার স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদর্শন করা, মুক্তিযোদ্ধাদের জাতীয় বীরের মর্যাদা সহ রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, আর্থিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করা, মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা, মুক্তিযুদ্ধের শহীদ-শহীদ পরিবার-মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ নারীদের তালিকা প্রণয়ন করা এবং তাদের যথাযথ রাষ্ট্রীয় সম্মান প্রদান করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

- **দুর্নীতি মোকাবেলা**
  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে সরকার এবং সংসদে দূর্নীতির বিরুদ্ধে শুন্য সহিষ্ণুতা নিয়ে কঠোর অবস্থান গ্রহণে সোচ্চার ভূমিকা রাখবে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে লোকবল ও প্রশিক্ষণ দিয়ে শক্তিশালী ও স্বাধীন করা, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য থেকে শুরু করে রাজনৈতিক দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেতা-নেত্রী, সচিব, সরকারী অধিদপ্তর-পরিদপ্তর-বিভাগ-সেক্টর কর্পোরেশনের প্রধান থেকে শুরু করে শীর্ষ পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তা, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রের ক্ষমতাবানদের আয়-ব্যয় এবং সম্পদের বিবরণী প্রতি বছর প্রকাশ করা, ক্ষমতার

bdnews24.com

অপব্যবহার ও দুর্নীতির ক্ষেত্র ও উৎসগুলো চিহ্নিত করে সে সকল ক্ষেত্রে বিশেষ নজরদারীর ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা চালাবে।

- **জঙ্গীবাদ দমন**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে জঙ্গীবাদ ও জঙ্গীবাদী নেটওয়ার্ক সমূহ ধ্বংস করে জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জঙ্গীবাদ বিরোধী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিযান অব্যাহত রাখা এবং জঙ্গীবাদ বিরোধী আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

- **যুদ্ধাপরাধের বিচার**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে ১৯৭১ সালে জাতির ওপর পরিচালিত যুদ্ধাপরাধের বিচার অব্যাহত রাখার জন্য সোচ্চার থাকবে। যুদ্ধাপরাধের দায়ে যুদ্ধাপরাধী সংগঠন হিসাবে জামাত-রাজাকার-আলবদর-আলশাস্ বাহিনীসহ অপসংগঠনের বিচারের দাবিতে সোচ্চার থাকবে। পাশাপাশি জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের বিষয়ে সোচ্চার থাকবে।

- **'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ**

  জনগণকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দ্বারা ক্ষমতাবান করতে, জনগণের তথ্য জানার অধিকার আরো সহজ করতে, সরকারী সেবা সমূহকে সহজলভ্য ও জনগণের নাগালের মধ্যে নিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণের জন্য সোচ্চার থাকবে। ই-গভর্নেন্স ও ই-পরিসেবা সম্প্রসারিত করতে অব্যাহত ভূমিকা রাখবে।

- **স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, সুশাসন ও আইনের শাসন**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সরকারকে সকল বিষয়ে সংসদের কাছে জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সংসদীয় কমিটি সমূহ গঠন এবং সংসদীয় কমিটি সমূহের প্রকাশ্য গণশুনানীর ব্যবস্থা চালু করা, ৭০ ধারা সংশোধন করে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন ভূমিকা নিশ্চিত করা, তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের সকল বিষয়ে জনগণের জানার অধিকার নিশ্চিত করা, সংবিধান ও আইন অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনের পরিবেশ সৃষ্টি এবং প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করা, যত ক্ষমতাবানই হোক না কেন কাউকেই আইনের উর্ধে ওঠার সুযোগ বন্ধ করা এবং সকল মানুষের অধিকার রক্ষা বা অধিকার খর্ব হলে প্রতিকার পাবার ব্যবস্থা করে আইনের শাসন সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা চালাবে।

- **আইন-শৃংখলা**

  আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ সহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সংবিধান ও আইন অনুযায়ী পরিচালনা করা, স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া, এ সকল সংস্থার দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, ফৌজদারি অভিযোগের তদন্ত ও প্রসিকিউশন পৃথক করা, পুলিশ বিভাগ সংস্কার-পুনর্গঠন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার জন্য পুলিশ কমিশন গঠন করার প্রচেষ্টা চালাবে।

- **সংসদ ও নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার**

  বর্তমান এক কক্ষ বিশিষ্ট সংসদের বদলে শ্রমজীবী-কর্মজীবী-পেশাজীবী-নারী-ক্ষুদ্র জাতিসত্তা-আদিবাসী-স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি নিয়ে সংসদে উচ্চ কক্ষ গঠন করে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদীয় ব্যবস্থা চালু এবং বর্তমান সংসদ গঠনের জন্য অঞ্চলভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের বদলে সংখ্যানুপাতিক পদ্ধতি চালু করতে ভূমিকা রাখবে।

bdnews24.com

- **স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে নিয়মিত উপজেলা, জেলা পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করা, স্থানীয় সরকারের ওপর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় সহ মন্ত্রী, এমপি, আমলাদের সকল ধরনের নিয়ন্ত্রণ ও খবরদারী বন্ধ করে স্থানীয় সরকার কমিশনের ওপর স্থানীয় সরকার সমূহকে গতিশীল দায়বদ্ধ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আর্থিক ক্ষমতাসহ সকল দায়িত্ব অর্পণের প্রচেষ্টা চালাবে।

- **শিক্ষা**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে শিক্ষা ব্যবস্থার নিম্নমান-নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়-সংকটকে জাতীয় জরুরি অবস্থা হিসাবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান করে শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারে জাতীয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা, জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষক-গবেষক-বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার প্রচেষ্টা চালাবে, যাতে করে সরকার বদলের সাথে সাথে শিক্ষা নীতি বদলের পুরাতন নোংরা রাজনীতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। পাঠ্যপুস্তক থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ঐতিহ্যবাহী বাঙালি জাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী উপাদানসমূহ দূর করা, সাম্প্রদায়িকতা ভাবাপন্ন উপাদানসমূহ রহিত করা, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ভর্তি পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণ করা, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং শুন্য সহিষ্ণুতা দিয়ে মোকাবেলা করার বিষয়ে সোচ্চার থাকবে।

- **তরুণদের ভবিষ্যত নির্মাণ**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে দেশের প্রতিটি তরুণের জন্য নিশ্চিত ভবিষ্যত গড়তে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করার মত মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা, শিক্ষা শেষে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা, স্ব উদ্যোগে কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা যাতে করে প্রতিটি তরুণ যেন বেকার না থাকে এবং জাতীয় উন্নয়ন, সমাজ ও পরিবারের জন্য অবদান রাখার সুযোগ নিশ্চিত করতে ভূমিকা রাখবে।

- **কর্মসংস্থান**

  গ্রাম-শহর, শিক্ষিত-নিরক্ষর, দক্ষ-অদক্ষ নির্বিশেষে সকল কর্মক্ষম নাগরিকের তালিকা প্রণয়ন ও তাদের রেজিস্ট্রেশন কার্ড প্রদান করা, প্রতি পরিবারে কমপক্ষে একজনের জন্য বছরে অন্তত ১০০ দিনের নিশ্চয়তা সহ কাজের ব্যবস্থা করা, বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রশিক্ষণ ও অর্থায়ন করা এবং বিদেশে শ্রম বাজার সৃষ্টির জন্য বিশেষ কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা, কর্মসংস্থান কমিশন গঠন করা, চাকুরী প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন ও ডাটাবেজ তৈরি করা, সরকারী শুন্য পদসমূহে দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করা এবং সরকারী চাকুরী প্রার্থীদের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা চালাবে।

  বিদেশ থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী প্রবাসীদের কর্মস্থলে অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা, অদক্ষ শ্রমিকদের বিদেশে যাওয়ার পূর্বে সরকারী উদ্রোগে ভাষাগত প্রশিক্ষণ প্রদানে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে, প্রবাসীদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করা, প্রবাসীদের দেশে আসা যাওয়ার পথে বন্দরে এবং এলাকায় বিশেষ মর্যাদা ও নিরাপত্তা প্রদান করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে।

bdnews24.com

- **মাদকের ছোবল থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষা করা**

  মাদক ও নেশাদ্রব্যের সহজপ্রাপ্যতা রোধ, মাদক নেটওয়ার্ক ধ্বংসের কাজ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কর্তব্য হিসাবে বিবেচনা করে শুন্য সহিষ্ণুতা দিয়ে মাদক বিরোধী অভিযান কঠোরভাবে এগিয়ে নিতে সোচ্চার থাকবে।

- **নারী সমাজের উন্নয়ন**

  নারীর প্রতি বৈষম্যমুলক সকল আইন বাতিল করা, ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করা, জাতীয় সংসদে ৩৩% ভাগ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ ও সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠান, স্থানীয় সরকার সংস্থায় ৩৩% ভাগ প্রতিনিধিত্ব নারীদের জন্য সংরক্ষণ, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন সহ সকল প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থায় ৩৩% ভাগ প্রতিনিধিত্ব নারীদের জন্য সংরক্ষণ, সরকারী-বেসরকারী সকল কর্মজীবী নারীদের জন্য সবেতন ৬ মাস মাতৃত্বকালীণ ছুটি, সম কাজে নারী-পুরুষ সমান মজুরী চালু করতে ভূমিকা রাখবে।

- **দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, খাদ্য নিরাপত্তা, দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষ বাঁচাতে রাষ্ট্রীয় সমর্থন**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে সরকারের ভিতরে প্রথম দিন থেকেই সর্বোচ্চ জাতীয় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাজারের ওপর জনগণের ভাগ্য ছেড়ে না দিয়ে মানুষ বাঁচাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য ও জীবনযাপন ব্যয়ের লাগামহীন উর্ধগতি নিয়ন্ত্রণ করতে সুপরিকল্পিতভাবে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, নিত্যপ্রয়াজনীয় দ্রব্য সমূহের চাহিদা ও মজুদের পরিমাণ সার্বক্ষণিক নজরদারী ও নিরূপণ করে শুধুমাত্র ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল না থেকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চাহিদা মত বিদেশ থেকে আমদানী ও আভ্যন্তরীণ বাজার থেকে সংগ্রহ করে খাদ্য নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য প্রথম বাজেটেই বরাদ্দ করা, টিসিবিকে সক্রিয় করা, গ্রাম ও শহরে শ্রমিক-কর্মচারী-কৃষি শ্রমিক-নিম্ন আয়ের মানুষ-বস্তিবাসীদের জন্য রেশনিং ব্যবস্থা চালু, ভিজিএফ কার্ডধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, বয়স্ক ও দুস্থ নারীদের জন্য ভাতার সংখ্যা ও পরিমাণ বৃদ্ধি, টেস্ট রিলিফ ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা, কৃষি উৎপাদন নিরবিচ্ছিন্ন রাখা ও বৃদ্ধির জন্য চাহিদা মত সার-বীজ-ডিজেল সহ প্রয়োজনীয় কৃষি উপকরণ সরবারহ নিশ্চিত করতে প্রথম বাজেটেই প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা, বিএডিসিকে সক্রিয় করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। খাদ্য ও ঔষুধে ভেজালের বিরুদ্ধে শুন্য সহিষ্ণুতা নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষত্রে অব্যাহত ভূমিকা রাখবে।

- **সামষ্টিক অর্থনীতি**

  জাতীয় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ জাতীয় অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করা। ব্যক্তি-সমাজ-বাজার-রাষ্ট্রের সমন্বয় ও পরিকল্পনার আওতায় কাঠামোগত অন্যায্যতা দূর করার দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির ভিত্তিতে জাতীয় মালিকানায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পুনরায় চালু করা। বিদেশী ঋণ ও ঋণসহায়তা গ্রহণ ও ব্যবহার, বরাদ্দ ও ব্যয় এবং সুদ ও পরিশোধ বিষয়ে জাতীয় কমিশন গঠন করা। জনগণকে অবহিত না করে এবং জাতীয় সংসদে আলোচনা না করে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি না করা। জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাতের অবদানকে স্বীকৃতি দেয়া এবং রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প ও সেবাখাতকে দক্ষ ও প্রতিযোগিতামূলকভাবে পরিচালনা করা। অবাধ আমদানী নীতি ও অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় কঠোরভাবে বন্ধ করা। অপ্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের অর্থায়ন, প্রযুক্তি সহায়তা ও আধুনিকায়নের জন্য কমিশন গঠন করা। সামাজিক বৈষম্যের অবসান করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সামাজতন্ত্রমুখী করা। ব্যাংক লুটেরা, জনগণের অর্থ সম্পদ আত্মসাৎকারী ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সার্বক্ষণিক ভূমিকা রাখবে।

bdnews24.com

- **কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতি**

  গ্রামীণ অর্থনীতি, কৃষি ও অকৃষি খাতের বিকাশ এবং কর্মসংস্থান তৈরির বিশেষ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের বাজার অভিজ্ঞতা ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে তাদের 'বাজারজাতকরণ সমবায়' গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যকর নীতি প্রণয়ন ও সর্বোচ্চ পুঁজি-প্রযুক্তি সহায়তা দেয়া, সার-বীজ-ডিজেল সহ কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ন্যায্যমুল্যে প্রাপ্তি নিশ্চিত করা, জেলে ও কৃষকদের স্বার্থে বাজার-হাট-মাঠ-ঘাট-হাওড়-বাওড়-খাল-বিল-নালা ইজারা দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সহায়তা ও বাজার প্রবেশাধিকারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া, সব্জি-ফল-ফুল এবং পোলট্রি-ডেইরি-ফিশারী খাত সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপের আওতায় নিয়ে আসা এবং রপ্তানিতে সহযোগিতা করা, মোট কৃষি উৎপাদনের মূল্যের ১০% কৃষিতে ভর্তুকি দেয়া, কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ৩০% সহায়তা দেয়া, পল্লী ব্যাংক প্রথা চালু করতে যথাযথ ভূমিকা রাখবে।

- **জাতীয় শিল্প**

  ম্যানুফ্যাকচারিং সহ ক্ষুদ্র-মাঝারি ও বিকাশমান শিল্প, কৃষিভিত্তিক শিল্পসহ দেশজ মালিকানাকে ব্যাপক সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপের আওতায় নিয়ে আসা, আমদানি শুল্ক বাড়ানো এবং ভবিষ্যতে আমদানি শুল্ক আরো বাড়ানোর জন্য সরকারের স্বাধীনতা বজায় রাখতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় কার্যকর উদ্যোগ নেয়া, দেশজ মালিকানার শিল্প সংরক্ষণে ঋণ ও অবকাঠামো সুবিধা এবং কাঁচামাল আমদানিতে সুবিধা দেয়া, বিশ্বের বাজারে শুল্ক ও কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সরকারের কার্যকর উদ্যোগ নেয়া, কর্মসংস্থান, আভ্যন্তরীণ পণ্য ও সেবার ব্যবহার ও ব্যালেন্স অব পেমেন্ট দেশের অনুকূলে রাখার শর্তে বিদেশী বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা, বিদেশী বিনিয়োগকে আভ্যন্তরীণ নজরদারির আওতায় নিয়ে আসা, দেশজ টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশে এবং গার্মেন্টস খাতের অগ্র-পশ্চাদ শিল্প গড়ে তোলায় সহায়তা দেয়া, গ্রামীণ তাঁত শিল্পকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের সাথে সম্পৃক্ত করা, চিনি ও পাট শিল্প পুনরুদ্ধার করা, পাট কমিশন গঠন করা ও বাজেটে বিশেষ থোক বরাদ্দ দেয়া, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ন্যূনতম ৫০০০ কোটি টাকার শিল্পায়ন তহবিল গঠন করা এবং যতদিন বিকল্প অর্থায়ন নিশ্চিত না হয় ততদিন তা ১০% হারে বৃদ্ধি করা, শিল্প ঋণের সুদের হার বাংলাদেশ ব্যাংককে দেয় সুদের হারের ২%-এর বেশি না করা এবং কোনক্রমেই মোট ৮%-এর বেশি না করা, দেশের প্রতিটি জেলায় একটি করে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল চালু করার প্রচেষ্টা চালাবে।

- **সেবাখাত**

  শিক্ষা-চিকিৎসা-পানির মতো মৌলিক সেবা খাত থেকে রাষ্ট্রের হাত গুটিয়ে নেয়ার নীতি পরিহার করা, বাংলাদেশের সেবাখাতকে অর্থনীতির প্রধানতম, বিকাশমান ও সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে একে সংরক্ষণমূলক পদক্ষেপের আওতায় নিয়ে আসা, সেবাখাতে অতীত উদারীকরণের মূল্যায়ন না করে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ও বিশ্বব্যাংক-আইএমএফ-এর পরামর্শে নির্বিচার উদারীকরণ বন্ধ করা। স্বল্পদক্ষ ও আধাদক্ষ শ্রমিকের বিশ্বব্যাপী কাজের অধিকার নিশ্চিত করতে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় কার্যকর উদ্যোগ নেয়া, বিতরণ, পানি, নির্মাণ, তথ্যপ্রযুক্তি, হোটেল রেস্টুরেন্ট, পর্যটন, স্বাস্থ্য, বন্দর, গ্যাস সহ পৌরসেবা ও মৌলিক পরিসেবাসমূহ বিদেশী কোম্পানির জন্য কোনক্রমেই উদার না করার ক্ষেত্রে ভূমিকা গ্রহণ করবে।

bdnews24.com

- **শ্রমিক ও নারী শ্রমিক**

  শহর-গ্রাম, কৃষি-শিল্প-সেবা, প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক, নারী-পুরুষ, সরকারি-বেসরকারি-ইপিজেড নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রের শ্রমিকের শ্রমিক হিসাবে রেজিস্ট্রেশন করা এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা, ন্যূনতম জাতীয় মজুরি চালু করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও কৃষিক্ষেত্রে শ্রম আইন চালু করা, নারী শ্রমিকের সম কাজে সম মজুরি, মাতৃত্বকালীন ছুটি, নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে।

- **হতদরিদ্র, নগর দরিদ্র ও বস্তিবাসী, গ্রামীণ ভূমিহীন ও বাস্তুহারা**

  বস্তিবাসীর রেজিস্ট্রেশন করা, পুনর্বাসন ব্যতিরেকে হকার-বস্তি উচ্ছেদ না করা, বস্তিবাসীর জন্য মৌলিক পরিসেবা নিশ্চিত করা, আবাসন প্রকল্প চালু করা, গ্রামীণ ভূমিহীন ও বাস্তুহারাদের খাস জমিতে পুনর্বাসন করা, হতদরিদ্রদের জন্য সকল ব্যাংকের মোট আমানতের ৫% দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচিতে বাধ্যতামূলকভাবে বিনিয়োগ করা, দুর্যোগ তহবিল গঠন করার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

- **প্রতিবন্ধীদের অধিকার**

  পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের কোন ক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধীরা যেন কোন ধরনের অবহেলা-বৈষম্যের শিকার না হয় তার জন্য প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংরক্ষণে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রতিবন্ধীদের সমর্থন প্রদান।

- **জনস্বাস্থ ও জনসংখ্যা**

  সকল নাগরিকের জন্য স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ কার্ড প্রদান করে সকল পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা সুযোগ নিশ্চিত করা, উপজেলা হেলথ্ কমপ্লেক্স ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ কেন্দ্রগুলোতে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত ও সহজলভ্য করা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে কমিয়ে নেতিবাচক হারে আনার জন্য পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম আরো সম্প্রসারিত করা সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা, জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করা যেন সরকার বদলের সাথে সাথে স্বাস্থ্য নীতি বদলের পুরাতন নোংরা রাজনীতির পুনরাবৃত্তি না ঘটে– সে ব্যাপারে ভূমিকা রাখবে।

- **ভূমি ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা**

  ভূমি সংস্কার এবং ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে গ্রাম ও শহরের জন্য ভূমি ব্যবহার নীতি প্রণয়ন করা, ভূমি কমিশন গঠন করা, খাস জমি, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি, বেদখলকৃত জমি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা, কোন জমি বিদেশী কোম্পানির কাছে স্থায়ী হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা, বাজার-হাট-মাঠ-ঘাট-হাওড়-বাওড়-খাল-বিল-নালা ইজারা দেয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা, ভূমি প্রশাসন সংস্কার করা, ভূমি সংক্রান্ত আইনগত সমস্যা নিরসনে বিশেষ আদালত গঠন করাতে ভূমিকা রাখবে।

- **বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি ও জ্বালানি নিরাপত্তা**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবোচিত সম্ভাব্য সকল উপায়কে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি, পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও আঞ্চলিক সহযোগিতার ভিত্তিতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রচেষ্টা চালাবে। জাতীয় সম্পদ গ্যাস-কয়লার ব্যবহার ও বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে একটি সমন্বিত জ্বালানি নিরাপত্তা নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার প্রচেষ্টা চালাবে।

bdnews24.com

- **গ্যাস-কয়লা সহ জাতীয় সম্পদ**

  গ্যাস ও কয়লা সহ খনিজ সম্পদ এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় সম্পদের ওপর জাতীয় মালিকানা নিশ্চিত করা। গ্যাস-কয়লা সহ অনুসন্ধান-উত্তোলন-বিপণনের ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানির সাথে সম্পাদিত জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সকল অসম গোপন উৎপাদন-বণ্টন চুক্তি বাতিল করা। ইউনোকল ও নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

- **প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণ**

  জাসদ সরকার গঠনে ভূমিকা রাখলে দেশের প্রাণী ও জীববৈচিত্র সংরক্ষণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা চালাবে।

- **পানি সম্পদ**

  নদ-নদী, খাল-বিল, হাওড়-বাওড় সংরক্ষণে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া, হাওড়-বাওড় এলাকার উন্নয়নে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সোচ্চার থাকবে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদ্মা বহুমুখী বাধ, কালনী-কুশিয়ারা প্রকল্প ও উপকূলীয় বাধ পুনর্বাসন প্রকল্প চালু করা, ভারত থেকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহিত ৫৪টি আন্তর্জাতিক নদ-নদীর পানি প্রবাহ ও বণ্টনে বাংলাদেশের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা এবং ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাইমুখ বাধ স্থগিত করতে কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়া সহ দক্ষিণ হিমালয় অঞ্চলে যৌথ পানি সম্পদ ব্যবহার, পরিবেশ-প্রকৃতি রক্ষায় বহুপাক্ষিক উদ্যোগ গ্রহণ করবে। নদী দূষণ ও দখলদারদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সোচ্চার থাকবে।

- **পরিবেশ, প্রকৃতি ও জলবায়ু পরিবর্তন**

  প্রাণবৈচিত্র, পরিবেশ, প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বিরোধী সকল কার্যক্রম কঠোরভাবে বন্ধ করা। অবকাঠামো সহ যে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে স্থানীয় ও লোকজ জ্ঞানের ব্যবহার এবং স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় জাতীয় নীতি প্রণয়ন করার জন্য ভূমিকা রাখবে।

- **নিরাপদ সড়ক**

  সড়ক-মহাসড়কে অব্যাহত দুর্ঘটনা কমিয়ে আনা। সড়ক দুর্ঘটনা রোধে পরিবহণ মালিক-শ্রমিক-ট্রাফিক পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিয়ে নিরাপদ সড়ক ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রচেষ্টা চালাবে।

- **বন্দর ও যোগাযোগ অবকাঠামো**

  চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্ষমতার সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ণ করা, মংলা বন্দরকে সচল ও সম্প্রসারিত করা, পায়রা সমুদ্র বন্দরের নির্মাণ কাজ তড়িৎ গতিতে সম্পূর্ণ করে পুরোদমে বন্দরের কাজ চালু করা। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দরের কাজ শুরু করা। ট্রান্স এশিয়ান সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে যুক্ত করা, পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজ দ্রুত বাস্তবায়ন করা। দ্বিতীয় পদ্মা সেতু নির্মাণ করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

- **ধর্মীয়, জাতিগত সংখ্যালঘু ও আদিবাসীদের অধিকার**

  ধর্মীয় ও জাতিগত কারণে নাগরিকদের মধ্যে সকল ধরণের বৈষম্যের অবসান করা, শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল করা, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করা, সমতলের আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ভূমির ওপর ঐতিহ্যবাহী অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ভূমি কমিশন গঠন, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করার জোর প্রচেষ্টা চালাবে।

bdnews24.com

- **ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি**
  সকল নাগরিকের নির্ভয়ে শান্তিতে ধর্ম পালনের অধিকার নিশ্চিত করা। মসজিদ-মন্দির-গির্জা-প্যাগোডা সহ সকল ধর্মীয় স্থানে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করে ধর্মীয় উপসনালয়ের পবিত্রতা ও শান্তি নিশ্চিত করা, ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার বন্ধ করা, সকল ধর্মের মানুষদের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান বজায় রাখা। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা, ফতোয়াবাজী নিষিদ্ধ করতে অব্যাহত ভূমিকা রাখবে।

- **জাতীয় নিরাপত্তা**
  জাতীয় সংসদে আলোচনা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণ ও আলোচনার মাধ্যমে সমন্বিত জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন করা। ১৮ বছরের উর্ধে সকল নাগরিককে বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

- **রোহিঙ্গা ইস্যু**
  মিয়ানমার সরকার ও সেনাবাহিনীর জাতিগত নিপীড়ন ও নির্যাতনে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা শরনার্থীদের নিঃশর্তভাবে মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনে মিয়ানমারের সাথে দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগের পাশাপাশি মিয়ানমার সরকারের উপর চাপ বাড়াতে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা নিরবচ্ছিন্ন ও জোরদার করতে ভূমিকা রাখবে।

- **পররাষ্ট্র নীতি ও আন্তর্জাতিক-আঞ্চলিক-উপআঞ্চলিক সহযোগিতা**
  জাতীয় স্বার্থ, নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে সকল দেশের সাথে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা, ভারতের সাথে ঝুলে থাকা দ্বিপাক্ষিক সমস্যার সমাধানে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা, সার্ক কার্যকর করা, উপমহাদেশীয় যৌথ আঞ্চলিক নিরাপত্তা-কাঠামো গঠনের উদ্যোগ নেয়া; এক দেশ কর্তৃক অন্য দেশের বিক্ষুব্ধ জনগোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা না করা, অগ্রযাত্রার পথে ঝুলে থাকা অতীতকে বিযুক্ত করা ও সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করা, সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে এবং সামরিক কাজে ব্যবহার না করার শর্তে আন্তর্জাতিক বিধান অনুসারে বহুপাক্ষিক যোগাযোগ ব্যবস্থা পরস্পরের জন্য উন্মুক্ত করা, পারমানবিক প্রতিযোগিতা বন্ধ করা। বিশ্ব বাণিজ্য পরিসরে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অভিন্ন স্বার্থে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ও দরকষাকষি করার ক্ষেত্রে অবদান রাখবে।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ আগামী নির্বাচনে উল্লেখিত ইশতেহার ও অঙ্গীকারের প্রতি আপনাদের সমর্থন প্রত্যাশা করছে। জনগণের ভোটে জাসদ মনোনীত প্রার্থীরা বিজয়ী হলে উল্লেখিত ইশতেহার ও অঙ্গীকারের ভিত্তিতে সরকারে অংশগ্রহণ করলে সরকারের ভিতরে ও বাইরে, সংসদের ভিতরে ও বাইরে ঐক্য সংগ্রাম-ঐক্য নীতির ভিত্তিতে অব্যাহতভাবে সোচ্চার রাজনৈতিক ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়: ৩৫-৩৬, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।

ফোন+ফ্যাক্স: ৯৫৫৯৯৭২। E-mail: info.jasod@gmail.com, Web: www.jasod.org

১৯ ডিসেম্বর ২০১৮, সকাল ১০ টা, শহীদ কর্নেল তাহের মিলনায়তন, ঢাকা

bdnews24.com